প্রথম আলো

তারিখ ..22 MAR 2017...
পৃষ্ঠা ...৫... কলাম ...২...

রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে গতকাল সাউথইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ষষ্ঠ সমাবর্তনে (বাঁ থেকে) বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এ এন এম মেশকাত উদ্দীন, ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান মো. রেজাউল করিম, শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ও ভারতের সাউথ এশিয়ান ইউনিভার্সিটির প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক কবিতা এ শর্মা ● ছবি : প্রথম আলো

সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটির সমাবর্তনে শিক্ষামন্ত্রী

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সহশিক্ষা কার্যক্রম বাড়াতে হবে

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

একাডেমিক কার্যক্রমের পাশাপাশি সহশিক্ষা কার্যক্রম বাড়ানোর জন্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে আহ্বান জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। তিনি বলেছেন, প্রগতিশীল, শিক্ষা ও শিক্ষা সহযোগী কারিকুলাম নিশ্চিত করতে বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতিবান্ধব পরিবেশ তৈরি করতে হবে।

রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটির ষষ্ঠ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী এ কথা বলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য ও রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি হিসেবে শিক্ষামন্ত্রী সমাবর্তন অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন। এবারের সমাবর্তন থেকে ২ হাজার ৬৮৮ গ্র্যাজুয়েটকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রির সনদ দেওয়া হয়। তাঁদের মধ্যে সমাবর্তনে উপস্থিত ছিলেন ৫৫৭ জন। তাঁদের মধ্যে একজনকে আচার্যের পদক এবং ১১ জনকে উপাচার্যের স্বর্ণপদক দেওয়া হয়।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'তরুণ শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে আর বাস্তব জ্ঞান অর্জনের জন্য সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা উপলব্ধি করতে হবে। জাতীয় উন্নয়নে অর্জিত জ্ঞান কীভাবে প্রয়োগ করতে হয় তার কৌশল জানতে হবে। সব বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষদের পাঠ্যক্রমে এ ধরনের শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করার আহ্বান জানান তিনি।

সমাবর্তন অনুষ্ঠান শুরু হয় জাতীয় সংগীত পরিবেশনার মধ্য দিয়ে। তারপর স্বাগত বক্তব্য দেন বিশ্ববিদ্যালয়টির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান মো. রেজাউল করিম।

সমাবর্তন বক্তা ছিলেন ভারতের সাউথ এশিয়ান ইউনিভার্সিটির প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক কবিতা এ শর্মা। তিনি বলেন, 'ঢাকায় আসা আমার জন্য অনেকটাই আবেগের বিষয়। কারণ, আমার স্বামী ও তাঁর দুই ভাই ১৯৭১ সালে এ দেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন।'

অনুষ্ঠানে সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক এ এন এম মেশকাত উদ্দীন বলেন, তথাকথিত জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসমুক্ত একটি বিশ্ববিদ্যালয় এটি। এখানে শিক্ষা ও শিক্ষা সহযোগী কর্মকাণ্ডের বাইরে আর কোনো কাজ নেই। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে উপাচার্য বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে যা শিখেছ, তা এখন প্রয়োগের সময় সামনে। বিগত চার বছর বীজ বপন করেছ, এখন ফসল তোলার সময়। যে যেমন বীজ বপন করেছ, সে তেমন ফসল তুলবে। ব্যর্থতা বলতে কিছু নেই। ব্যর্থতাও জীবনের একটা অংশ। যা আমাদের বিকল্প পথে সফলতা অর্জনে ঠেলে দেবে।'